ল্যাকেম্বা, প্রবাসে একখন্ড বাংলাদেশ

কর্ণফুলী রিপোর্ট

গতকাল শনিবার (২৫/০৮/০৭) সর্বচ্চো বাংলাদেশী অধ্যুষিত ল্যাকেম্বা আবাসিক এলাকায় ক্যান্টারবারী কাউন্সিলের উদ্যোগে অত্যান্ত জাঁকজমকপূর্নভাবে বাজারের সদর রাস্তা 'হ্যান্ডন স্ট্রিট' এ বছরের মাল্টিকালচারাল মেলা উদযাপন হয়। সকাল আনুমানিক ৯টা থেকে বিকেল ৪টা অবদি হাজার হাজার মানুষের পদচারনায় উক্ত মেলা প্রাঙ্গন ছিল আনন্দমুখর। দীর্ঘ কয়েক যুগ ধরে সিডনী মহানগরের অন্যান্য আবাসিক এলাকার মেলার মত ল্যাকেম্বাতে প্রতি বছর এধরনের মেলা উদাযপন হয়ে আসছে। বরাবরের মত এবারো ল্যাকেম্বাবাসী বিভিন্ন কমিউনিটির অধিবাসীরা মেলা উদ্বোধনের সময় নিজ নিজ শেকড়ের পোশাক ও পতাকা হাতে মেলার বুকের মাঝখান দিয়ে 'প্যারেড' করে। উক্ত মাল্টিকালচারাল প্যারেডে লেবানন, ইটালী, পাকিস্তান, টোঙ্গা দ্বীপপুঞ্জ, ঘানা, নাইজেরীয়া, গ্রীস এবং আরো অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশের পক্ষ হয়ে ল্যাকেম্বাস্থ 'বাংলাদেশ কমিউনিটি কাউন্সিল' এবং 'বাংলা স্কুলের' কর্মকর্তা ও ছাত্র/ছাত্রীরা উক্ত প্যারেডে অংশগ্রহণ করেন। বেলা ১১.৩০এ মেলা মঞ্চে অন্যান্য দেশের সাংস্কৃতি ও কৃষ্টি প্রদর্শন পর বাংলাদেশের অনুষ্ঠান শুরু হয়। দক্ষভাবে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত ১৪জন কিশোর-কিশোরী প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে বাংলাদেশের বিয়ের অনুষ্ঠান এবং গায়ে হলুদ দেয়ার বিষয়টি নাচ ও গানের ভঙ্গিমায় পরিবেশন করে। নানারঙের শাড়ী ও ঘোমটা মাথায় অনুষ্ঠানটি উপস্থিত সকল প্রবাসী দর্শকদেরকে মুগ্ধ করেছিল। নব্য ক্রিকেটের দেশ বলে খ্যাত বাংলাদেশের আচার ও রীতি অষ্ট্রেলিয়ান ভিনদেশীরা প্রথমবারের মত দুনয়নভরে কাছ থেকে দেখলো বলে কয়েকজন মন্তব্য করেছিলেন। উল্লেখ্য সিডনী অলিম্পিক - ২০০০ এর পর এবারই প্রথম কোন বাংলাদেশী সংগঠন এরূপ কোন মাল্টিকালচারাল মেলা বা শোতে অংশগ্রহণ করলো। ল্যাকেম্বাস্থ বাংলাদেশী উক্ত সংগঠন দুটির কর্মকর্তা সর্বজনাব মাসুদ চৌধুরী, আবদুল ওহাব বকুল, এম জামিল হোসেন, এম.এ ওহাব মিয়া, ফারুক হান্নান প্রমুখের আন্তরিক চেষ্টা ও শ্রমে বাংলাদেশীরা ল্যাকেম্বার এই মেলাতে বাংলাদেশকে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জেনে আনন্দিত হওয়ার কথা যে ল্যাকেম্বা আবাসিক এলাকা ঘিরে বিভিন্ন পেশার এখন আনুমানিক দশ হাজার বাংলাদেশী বসবাস করছেন এবং দিন দিন এ সংখ্যা রকেটের গতিতে উর্দ্ধগামী হচ্ছে। ল্যাকেম্বা এলাকায় রেস্তোরা, মনোহরী, মুদি, কাপড়, ইন্টারনেট ক্যাফে ও কসাই দোকান সহ মোট ২০টি বাংলাদেশী ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান অবস্থিত। বৃহত্তর সিডনীর বিভিন্নাঞ্চল সহ ক্যানবেরা ও অন্যান্য গ্রামাঞ্চল থেকে প্রতি সপ্তাহের বন্ধে হাজার হাজার বাংলাদেশী বাজার দেশীয় সদাই করতে ছুটে আসে। গত পাঁচ বছর আগেও যেখানে প্রতি কিলোমিটার হাঁটলে কদাচীত একজন বাংলাদেশী চোখে পড়তো সেখানে এখন প্রতি কদমে একজন বাংলাদেশী নজরে পড়ে। 'চোখ বন্ধ করে কোথাও বসে থাকলেও প্রতিনিয়ত শুনা যায় 'আ মরি বাংলা ভাষা', মনে হয় সুদুর প্রবাসে এসেও এখনো বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি' বল্লেন বিশিষ্ঠ সমাজকর্মী ও ল্যাকেম্বাবাসী জনাব ফারুক হান্নান।

মেলার ছবি দেখতে এখানে টোকা মারুন